সংবাদ

17 SEP 2009
কলাম-৮

গ্লোবাল একশন সপ্তাহ ২০০৯ উদযাপন
(২০-২৬ এপ্রিল)

(গতকালের পর)

র‍্যালি

বৃহৎ পঠনের আগে ঢাকায় জাতীয় জাদুঘর প্রাঙ্গণ থেকে সকাল ১০টায় একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি আয়োজিত হয় ও র‍্যালি শেষে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বৃহৎ পঠন (Big Read) অনুষ্ঠিত হয়। এতে ব্র্যাক, প্রশিকা, কারিতাস, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, হার্ড-টু-রিচ প্রকল্প, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, সুরভী কোয়ালিশন ফর দি আরবান পুওর, সুশাসনের জন্য নাগরিক, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট, সেভ দি চিলড্রেন ইউএসএ, সাক্ষর, টিএমএসএস, উন্নয়ন ধারা ট্রাস্ট, বিইউআইডি, প্রদীপন, কর্মজীবী নারী, বাংলাদেশ ডিবেট ফেডারেশন, আলোক শিশু শিক্ষালয়, আইন ও সালিশ কেন্দ্র, ঢাকাবাসী ও বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি অংশগ্রহণ করে। অংশগ্রহণ করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আগত শিশু-কিশোর-যুবরা। শিক্ষার্থীরা শিক্ষা উপকরণের প্রতীক, বই, পেন্সিল, স্কুল ঘন্টা এবং তাদের দাবিসংবলিত পোস্টার নিয়ে র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করে।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর হার্ড টু রিচ প্রকল্পের শিক্ষার্থী এবং প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সহায়তায় সরকারি স্কুলের শিক্ষার্থীরাও এই র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করে।

'জীবনব্যাপী শিক্ষা : বাংলাদেশ প্রেক্ষিত' শীর্ষক সেমিনার

'গ্লোবাল একশন সপ্তাহ' পালনের অংশ হিসেবে ২৩ এপ্রিল ২০০৯ তারিখে গণসাক্ষরতা অভিযানের উদ্যোগে আয়োজিত হয় 'জীবনব্যাপী শিক্ষা : বাংলাদেশ প্রেক্ষিত' শীর্ষক সেমিনার।

সেমিনার আয়োজনের উদ্দেশ্য ছিল :

-বাংলাদেশে জীবনব্যাপী শিক্ষার ধারণা বিস্তরণ।

-জীবনব্যাপী শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণে উদ্যোগ নিতে সরকারি-বেসরকারি প্রতিনিধিদের উৎসাহিত করা।

-এ বিষয়ে সরকার ও দাতাগোষ্ঠীর আগ্রহ তৈরিতে সহায়তা করা।

ধানমণ্ডি ঢাকাস্থ ডব্লিউভিএ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এই সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর মহাপরিচালক রেজাউল কাদের। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউনেস্কো বাংলাদেশের কর্মসূচি বিশেষজ্ঞ কিচি ওয়েসু। সেমিনারে 'জীবনব্যাপী শিক্ষা : বাংলাদেশ প্রেক্ষিত' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের নির্বাহী পরিচালক এহছানুর রহমান এবং মূল প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের (আইইআর) অধ্যাপক দেলওয়ার হোসেন শেখ। সেমিনারে সভাপতি ও মুক্ত আলোচনার সঞ্চালক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউনেস্কো বাংলাদেশের জাতীয় কর্মসূচি কর্মকর্তা এবং গণসাক্ষরতা অভিযানের সাক্ষরতা ও অব্যাহত শিক্ষা ফোরামের সদস্য আবদুর রফিক। গণসাক্ষরতা অভিযানের কার্যক্রম ব্যবস্থাপক তপন কুমার দাশ স্বাগত বক্তব্য প্রদান ও সেমিনারের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন।

সেমিনারে সরকারি কর্মকর্তা, দাতা সংস্থার প্রতিনিধি, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষাবিদ, গবেষক, শিক্ষা কর্মসূচি ব্যবস্থাপক, সাংবাদিক, বেসরকারি সংস্থা, নারীনেত্রী ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিসহ সর্বমোট ১৫০ জন অংশগ্রহণ করেন। সেমিনারের মাঝামাঝি পর্যায়ে গণসাক্ষরতা অভিযান ও সহযোগী সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত গবেষণা কার্যক্রম রক্তক্ষরণ অব্যাহত শিক্ষা কেন্দ্র ও ঝারুয়ার পাড় অব্যাহত শিক্ষা কেন্দ্রের ওপর ভিত্তি করে নির্মিত 'সাক্ষরতা মানে মুক্তি' শীর্ষক প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন করা হয়।

সেমিনার শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গান ও নৃত্য পরিবেশন করে নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর উপজেলার জিনারপুর গ্রামশিক্ষা মিলন কেন্দ্রের সাঁওতালী শিল্পী গোষ্ঠী।

শিক্ষামেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

গ্লোবাল একশন সপ্তাহের গৃহীত কর্মসূচির অন্যতম ছিল দুই দিনব্যাপী উদযাপিত শিক্ষামেলা। এই মেলা আয়োজনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল প্রাক-শৈশব যত্ন ও বিকাশ, প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, জীবনব্যাপী শিক্ষা ও সাক্ষরতার ওপর তৈরি বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা, আন্তর্জাতিক সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের উপকরণ প্রদর্শন; শিক্ষা ও সাক্ষরতার সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য বিস্তরণ : পপুলার কমিউনিকেশনের মাধ্যমে সবার জন্য শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনের যে অঙ্গীকার রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী ইশতেহারে ব্যক্ত করা হয়েছে তা স্মরণ করিয়ে দেয়া।

ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল কলেজ প্রাঙ্গণে ২৪-২৫ এপ্রিল ২০০৯ এই শিক্ষামেলা অনুষ্ঠিত হয়। গণসাক্ষরতা অভিযান, প্ল্যান বাংলাদেশ, ইউনেস্কো, ইউনিসেফ, সেভ দ্য চিলড্রেন সুইডেন-ডেনমার্ক, সেভ দ্য চিলড্রেন-ইউকে এবং সেভ দ্য চিলড্রেন-অস্ট্রেলিয়ার যৌথ উদ্যোগে এই শিক্ষামেলার আয়োজন করা হয়। জাতীয় সংসদের শিক্ষা সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি রাশেদ খান মেনন এমপি এই শিক্ষামেলা উদ্বোধন করেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে রাশেদ খান মেনন উল্লেখ করেন, শিক্ষা ও সাক্ষরতার উন্নয়ন ছাড়া জাতীয় অগ্রগতি সম্ভব নয়। বিশেষত যারা দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করে তাদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন, গণশিক্ষা বা গণসাক্ষরতা বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠী শিক্ষা অধিকার থেকে বঞ্চিত। তিনি আরও উল্লেখ করেন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জনশিক্ষা বিষয়ে অনেক ভাল কাজ হয়েছে, এই অভিজ্ঞতাগুলোকে আমরা কাজে লাগাতে পারি। সংসদীয় কমিটির পক্ষে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অনেক কাজ করার সুযোগ রয়েছে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন গণসাক্ষরতা অভিযানের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক মুহাম্মদ আজিজুল হক। গ্লোবাল একশন সপ্তাহ ও শিক্ষামেলার উদ্দেশ্য উল্লেখ করে গণসাক্ষরতা অভিযানের উপপরিচালক তাসলীম আতহার বলেন, শিক্ষা ও সাক্ষরতা ছাড়া দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব নয়। উদ্বোধনী পর্বে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সেভ দ্য চিলড্রেন ইউকে এর ডেপুটি কান্ট্রি ডিরেক্টর সায়মা আনোয়ার, প্ল্যান বাংলাদেশের লার্নিং এডভাইজার প্রবাক করিম, ইউনিসেফের চিফ অফ এডুকেশন নবেন্দু দাহ্যল ও কিচি ওয়েসু, প্রোগ্রাম স্পেশালিস্ট-এডুকেশন, ইউনেস্কো।

শিক্ষামেলায় ২২টি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংগঠন/প্রতিষ্ঠান প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, উপানুষ্ঠানিক ও প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য তৈরি বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণ প্রদর্শন করে। সংগঠনগুলো হলো- প্ল্যান বাংলাদেশ, ইউনিসেফ, ইউনেস্কো, সেভ দ্য চিলড্রেন-ইউকে, সেভ দ্য চিলড্রেন-সুইডেন-ডেনমার্ক, সেভ দ্য চিলড্রেন-ইউএসএ, সেভ দ্য চিলড্রেন-অস্ট্রেলিয়া, সাইটসেভার ইন্টারন্যাশনাল, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ব্র্যাক, সেন্টার ফর ডিসএবিলিটি ইন ডেভেলপমেন্ট, প্রশিকা, পিপলস ফোরাম অন এমডিজিস, কোয়ালিশন ফর আরবান পুওর, জুনিয়র সেকেন্ডারি স্কুল (জেএসসি) প্রোগ্রাম, অপরাজেয় বাংলাদেশ, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, সেন্টার ফর ম্যাস এডুকেশন ইন সাইন্স, ইউসেপ-বাংলাদেশ, শিশু একাডেমী এবং গণসাক্ষরতা অভিযান।

চলবে

[সাক্ষরতা বুলেটিন, আষাঢ় ১৪১৬, জুন ২০০৯]